দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...APR 17 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩ ...

163

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা জাতির উন্নয়নের চাবি-এ কথাগুলোর সাথে আজ পৃথিবীর সকলেই কমবেশি পরিচিত। আর এই সত্য উপলব্ধি যখন কোন জাতির মধ্যে আসে তখনই তারা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসারের জন্য অবলম্বন করে নানা পন্থা। অবশ্য দেরিতে হলেও বাংলাদেশ সরকার এ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করছেন, যা জাতির জন্য আশার বাণী বয়ে আনে। এক্ষেত্রে বলতে হয় শিক্ষাকে কেবল বাধ্যতামূলক করলেই চলবে না, এজন্য প্রয়োজন দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষার পরিবেশের পরিবর্তন আনয়ন করা। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয়, আমাদের দেশে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এসএসসি পাস মহিলাদের সুযোগ দেয়া হয়। যা হয়ত পৃথিবীর অন্য কোথায়ও দেখা যাবে না।

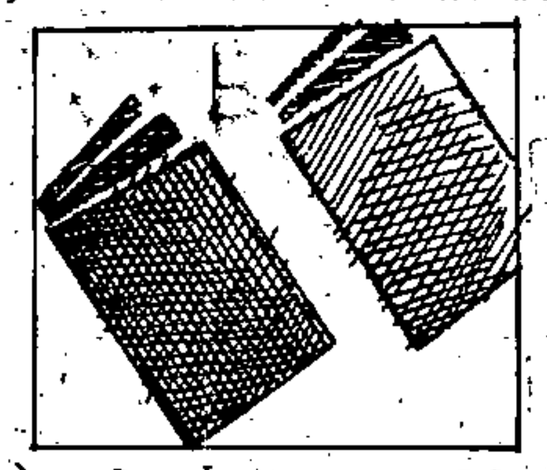

কেননা শিক্ষক হতে হলে অন্তত শিক্ষিত, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক গুণে অধিকারী হতে হয়। একজন এসএসসি পাস ব্যক্তির মধ্যে কতটা মানবিক গুণাবলিসহ শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা থাকে যা কর্তৃপক্ষের একটু ভেবে দেখা দরকার। এরাই আবার মৌখিক পরীক্ষায় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কখনও বা দহরম মহরম সম্পর্কের বিনিময়ে পেয়ে থাকে উচ্চ মার্ক। সে ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তি থাকে অনেক পশ্চাতে। তাই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত ছেলে/মেয়েদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। তাছাড়া সরকার যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন, সেখানে একজন এসএসসি পাস ব্যক্তি কতটা উপযুক্ত তা একবার কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত। না হয় বাধ্যতামূলক শিক্ষা অগ্রসর হবে অবাধ্যতার দিকে, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। দেশে শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি থাকতে এদের নিয়োগ দেয়া আর যাই হোক সমাজের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে এমনটা আশা করা যায় না।

আজাদ রহমান
এম,এস-সি (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
বি,এম কলেজ
রোল নং ৬০৫